[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

حقوق الله عز وجل
[الجزء الأول]
(باللغة البنغالية)

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

‘আল্লাহ তা‘আলার হক বা প্রাপ্য [পর্ব-১]’ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি নিয়ে রচনা করা হয়েছে: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ইখলাসপূর্ণ ইবাদত, ভালো কাজ করা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, নি‘আমতের কৃতজ্ঞতা ও তাকদীদের ওপর বিশ্বাস।

আল্লাহ তা‘আলার হক বা প্রাপ্য [পর্ব -১]

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের জলে-স্থলে, শরীরে ও দিগন্ত জুড়ে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নি‘আমতরাজি দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ﴾ [لقمان: ٢٠]

“তোমরা কি দেখ না আল্লাহ তা‘আলা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই

তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি ‘আমতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ?” [সূরা লুকমান , আয়াত: ২০] অন্যত্র বলেন ,

﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ٣٤﴾ [ابراهيم: ٣٤]

“যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ , তার প্রত্যেকটি -ই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নি ‘আমত গণনা কর , তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। আফসোস! মানুষ সীমাহীন

অন্যায়পরায়ণ, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৪]

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٨﴾ [النحل: ١٨]

“যদি আল্লাহর নি‘আমত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৮]

তবে বান্দার ওপর সবচেয়ে বড় নি‘আমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা, কিতাব অবতীর্ণ করা ও ইসলামের হিদায়াত দান করা। এ জন্য বান্দা হিসেবে আমাদের ওপর ওয়াজিব আল্লাহ

তা‘আলার প্রাপ্য অধিকার বা হকসমূহ জানা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবশ্যকীয় ও
বাধ্যতামূলক হকসমূহ
আদায়ের প্রতি যত্নবান
থাকা। নিম্নে
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হক তথা অধিকারের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধিকার: আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান আনা

আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে:

এক: আল্লাহ তা‘আলার
অস্তিত্বের ঈমান বা
বিশ্বাস: আল্লাহ তা‘আলার

মাখলুকাত তথা সৃষ্টি জগত দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে কিংবা অস্তিত্বে আনতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক জিনিসই তার অস্তিত্বের পূর্বে বিলুপ্ত, অবিদ্যমান ও অস্তিত্বহীন থাকে, বিধায় সৃষ্টি করার প্রশ্নই আসে না। আবার কোনো জিনিস হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে বা দৃশ্যপটে চলে আসবে তাও সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি ঘটমান বস্তু বা সম্পাদিত কাজের নেপথ্যে সংঘটক বা সম্পাদনকারী থাকা জরুরী।

অতএব, যখন আমরা জানতে পারলাম এ বিশ্বজগত নিজে- নিজেই দৃশ্যপটে চলে আসে নি, আবার অকস্মাৎ তৈরি হয়েও যায় নি, তাই আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল, এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আর তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

দুই: রুবুবিয়্যাতের ঈমান: আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান রাখা; অর্থাৎ সৃষ্টি তার, মালিকানা তার, পরিচালনার দায়িত্ব তার, তিনি ছাড়া কেউ মালিক নয়, কেউ

পরিচালনাকারী নয়। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

“শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। ” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَـــهُ لمُلكُ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣]

“তিনিই আল্লাহ ! তোমাদের রব, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর

আঁটিরও অধিকারী নয়। ” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩]

দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া যায় নি যে, অন্তরের সাক্ষ্য, প্রাকৃতিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করেছে। তবে এমন অনেকেই আছে, যারা জেদ ধরে অহংকারবশত, নিজের কথায় আস্থা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত অস্বীকার করেছে। যেমন, ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল:

﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]

“আমিই তোমাদের বড় রর। ”
[সূরা আন -নাযি ‘আত, আয়াত: ২৪]
অন্য জায়গায় বলেন ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي﴾ [القصص: ٣٨]

“হে পরিষদবর্গ , আমি জানি না যে আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে কি -না। ”
[সূরা আল -কাসাস , আয়াত: ৩৮]
ফির‘আউন নিজের ওপর আস্থা কিংবা বিশ্বাস রেখে এ কথা বলে নি। কারণ, আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন ,

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ﴾ [النمل: ١٤]

“তারা অহংকার করে নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান

করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।” [সূরা আন -নামল, আয়াত: ১৪] মূসা আলাইহিস সালাম ফির‘আউনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ,

﴿ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا ﴾ [الاسراء: ١٠٢]

“তুমি অবশ্যই জান যে , আসমান ও জমিনের রবই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফির ‘আউন, আমার ধারণা তুমি ধ্বংস হতে

[illegible]” [[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible] ‘[illegible] الألوهية ‘[illegible]’ [illegible] الربوبية ‘[illegible]’-[illegible] [illegible]‘[illegible],

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ
ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٩]

“বলুন , পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে , তা কার? যদি তোমরা জান , তবে বল। এখন তারা বলবে : সবই আল্লাহর। বলুন , তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না ? বলুন : সপ্ত আকাশ ও মহা - আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবে আল্লাহ। বলুন , তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? বলুন , তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব , যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এখন তারা বলবে আল্লাহর। বলুন ,

তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ?” [সূরা আল -মুমিনূন , আয়াত: ৭৯-৮৪] অন্যত্র বলা হচ্ছে :

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ ٩﴾ [الزخرف: ٩]

“(হে নবী) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: কে নভোমণ্ডল ও ভূ -মণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ। ” [সূরা আয -যুখরূপ , আয়াত: ৯] আরো বলা হচ্ছে :

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٨٧﴾ [الزخرف: ٨٧]

“আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

তিন: আল্লাহ তা‘আলার উলুহিয়্যাতের ওপর ঈমান: অর্থাৎ ‘আল্লাহ সুবহানাহু ও তা‘আলাই একমাত্র উপাস্য’ এ কথার ওপর ঈমান রাখা। যথা তিনি সত্যিকারার্থে প্রভূ। বিনয় ও মহব্বত সম্বলিত ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের

উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

“আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনিই কেবল পরম করুণাময় দয়ালু।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩] আরো বলেন,

﴿ ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠]

“ভিন্ন ভিন্ন অনেক রব ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।” [সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৩৯-৪০]

আল্লাহ তা‘আলা উল্লিখিত জিনিসগুলোর প্রভূত্ব কিছু যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন:

১. মুশরিকরা যে সমস্ত বস্তুকে প্রভূ বানিয়েছিল, তাদের ভিতর প্রভূত্বের

[illegible]

﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـًٔا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرًّا وَلَا نَفۡعًا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ٣﴾ [الفرقان: ٣]

“[illegible]” [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]] [illegible],

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٩١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩٢﴾ [الاعراف: ١٩١، ١٩٢]

“[illegible]

তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে!” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯১-১৯২]

তাদের বানানো প্রভূদের এমন অসহায়ত্ব ও দুরবস্থা
প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও
আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে
এগুলোকে প্রভূ বানানো
নিরেট বোকামি, চরম
বাতুলতা।

২. মুশরিকরা বিশ্বাস করতো - আল্লাহ তা‘আলাই প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, তার হাতেই সমস্ত জিনিসের মালিকানা, তিনি রক্ষা করেন, তার কবল

থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। আল-কুরআনে বলা হচ্ছে :

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٨٧﴾ [الزخرف: ٨٧]

“আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭] আরো বলা হচ্ছে :

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس: ٣١]

“তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন? এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে
করেন কর্ম-সম্পাদনের
ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তুমি বল, তারপরেও তাকওয়া অবলম্বন করছ না?” [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৩১]

তারা যখন নিজেরাই এর সাক্ষ্য প্রদান করল, যুক্তির ভিত্তিতে এখন তাদের অবশ্য কর্তব্য

একমাত্র প্রভূ, একমাত্র
প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা। ধারণাপ্রসূত ঐ সমস্ত প্রভূদের নয় -যারা নিজেদের কোনো উপকার করতে পারে না। নিজেদের থেকে কোনো বিপদ হটাতে জানে না।

চার: আল্লাহ তা‘আলার নাম ও সিফাতের ওপর ঈমান: বান্দা
হিসেবে আল্লাহ তা‘আলার
প্রতি ঈমান আনবে। যে সমস্ত নাম ও সিফাত (বিশেষ্য ও বিশেষণ) আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাব অথবা রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলার নাম ও

সিফাত হিসেবে আল্লাহ তা‘আলার শানের সাথে উপযুক্ত মতে বিশ্বাস করবে, একমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য বলে জ্ঞান করবে। কোনো ধরনের অপব্যাখ্যা, নিষ্কর্মকরণ, আকৃতি প্রদান ও সামঞ্জস্য বিধান করবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ, কাজেই সে নাম ধরেই তাকে আহ্বান কর। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা

তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] অন্যত্র বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“কোনো কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, দেখেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

দ্বিতীয় অধিকার: পরিপূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতাসহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত উৎসর্গ করা

এর পদ্ধতি হলো, বান্দা তার আমলের মাধ্যমে একমাত্র তা‘আলার সন্তুষ্টি কামনা

[illegible]:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢﴾ [الزمر: ٢]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]] [illegible],

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“আপনি বলুন : আমার সালাত , আমার কুরবানি এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্য পোষণকারী। ” [সূরা আল -আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] সহীহ হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

أنا أغنى الشـركاء عن الشـرك، من عمل عملا أشـــرك فيه غـــيري فهو للذي أشرك به وأنا منه برىء.

“আমি সমস্ত অংশীদারদের ভিতর বেশি অমুখাপেক্ষী , যে এমন আমল করল, যার ভিতর সে আমার সাথে অন্য কাউকে

অংশীদার করেছে , সে আমল ঐ অংশীদারের জন্য , আমি তার থেকে মুক্ত। ”

মু ‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন , আমি একটি গাধার পিঠে রাসূলের সঙ্গী ছিলাম। যে উটকে ‘উফাইর’ বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন :

«يا معــاذ هل تــدري حق الله على عبـاده، وما حق العبـاد على اللــه؟ قلت: الله ورسوله أعلم،قال: فــإن حق الله على العبـاد أن يعبـدوه ولا يشركوا به شـيئا، وحق العبـاد على الله أن لايعــــذب من لايشـــرك به شــيئا فقلت : يارســول اللـــه، أفلا

أبشر النـــاس؟ قـــال لاتبشـــرهم فيتكلوا».

“হে মু ‘আয, তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহ তা ‘আলার কি কি হক রয়েছে ? এবং আল্লাহ তা ‘আলার ওপর বান্দার কী কী হক রয়েছে ? আমি উত্তর দিলাম : আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন। তিনি বললেন , বান্দার ওপর আল্লাহ তা ‘আলার হক হচ্ছে : তারা তাঁর ইবাদত করবে , তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ তা ‘আলার ওপর বান্দার হক হচ্ছে , যে তার সাথে কাউকে শরীক করবে

না , তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম , হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কি সকলকে এর সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন তাদের সুসংবাদ দিও না , তাহলে তারা কর্মহীন হয়ে যাবে। ” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ,

«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك فى عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من

عند غـــير اللـــه، فـــإن الله أغـــنى الشركاء عن الشرك».

“আল্লাহ তা ‘আলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকান না। তবে তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: কিয়ামতের দিবসে (যে দিবসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই) যখন আল্লাহ তা ‘আলা সকল মানুষকে জমা করবেন, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে , যে ব্যক্তি তার আমলের ভিতর অন্য কাউকে শরীক করেছে , সে যেন তার সাওয়াব আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া যাকে শরীক করেছে তার কাছ

থেকে চেয়ে নেয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত শরীকদের থেকে অমুখাপেক্ষী।” [হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাসান গরীব]

একজন বান্দা হিসেবে সকলের জন্য জরুরি -ইবাদত বিষয়ে আন্তরিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং সেভাবে আল্লাহ তা‘আলার প্রাপ্য আদায় করা, এর বিপরীত অর্থাৎ শির্ক থেকে বিরত থাকা।

সমাপ্ত